২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনকূটনীতি

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবকাঠামো, বিনিয়োগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি থেকে শুরু করে জীবনমানের প্রতিটি সূচকে বিস্ময়কর সাফল্যে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের একটি রোল মডেল। অভাবনীয় সাফল্যের কারণে জনগণের প্রত্যাশাও বেড়ে গেছে বহুগুণ। গত দেড়দশকে সরকার ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নের একাধিক রোড ম্যাপ প্রণয়ন করেছে, যা জনগণের প্রত্যাশাকে বর্ধিত করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের ঘোষণার পর ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানি বাড়ানো, মানবসম্পদের বাজার সম্প্রসারণসহ বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তথা ইমেজ বিল্ডিং এর কাজটি সাফল্যের সাথে চলমান রেখেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশ্বাস করে যে, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের সক্ষমতা এবং জ্ঞানকে পূর্ণ ব্যবহারিক প্রজ্ঞায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। আর সে লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অর্থনৈতিক কূটনীতি ও জনকূটনীতি অনুবিভাগসহ সকল অনুবিভাগের কার্যক্রমকে আরো আধুনিক ও সময়োচিত করে পরিচালনা করছে। অর্থনৈতিক কূটনীতি ও জনকূটনীতি আধুনিক পররাষ্ট্র কৌশলের ফোকাসিং পয়েন্ট যা সরকারের উন্নয়ন রোড ম্যাপকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ইমেজ বিল্ডিং এর কাজটি অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং জনকূটনীতি অনুবিভাগ করছে।

জনকূটনীতি বহুমুখী কাজের মাধ্যমে কূটনীতির মত বিশেষায়িত একটি বিষয়কে জনসাধারণের কাছে এনে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইতিবাচক জনমত তৈরি করতে সচেষ্ট রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করাও এ অনুবিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সক্ষমতা সম্পর্কে প্রচারণা চালানো, অর্থনৈতিক কূটনীতির সম্পূরক কর্মকান্ড সম্পন্ন করা, গণমাধ্যমের জন্য নিয়মিত ব্রিফিং আয়োজন করার মাধ্যমে সঠিক তথ্য তুলে ধরা, গুজব প্রতিরোধ করা, দেশীয় ও বিদেশি গণমাধ্যম ও কূটনৈতিক প্রতিবেদকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে সরকারের অবস্থান সম্পর্কে গণমাধ্যমকে অবহিত রাখা ও আস্থায় আনা জনকূটনীতির কাজের অংশ। বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন দেশের নীতি-নির্ধারক বা গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের এ দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং ইতিবাচকভাবে দেশকে তাঁদের সামনে তুলে ধরাও জনকূটনীতির দায়িত্বের অংশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নীতি ও আদর্শকে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিসরে ছড়িয়ে দেয়াও জনকূটনীতি অনুবিভাগের আরো একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

আমরা সবাই জানি এ সময়ে বহুল আলোচিত বিষয় 'স্মার্ট বাংলাদেশ। গত ১২ ডিসেম্বর, ২০২২ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের। এর আগে সরকার ২০২১ সালের মধ্যেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা এখন দৃশ্যমান। এই ডিজিটাল বাংলাদেশই বদলে দিয়েছে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির গতিপথ, দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। ২০৪১ সাল সামনে রেখে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার। এই স্মার্ট বাংলাদেশ সহজ করবে মানুষের জীবন যাত্রা, হাতের মুঠোয় থাকবে সব কিছু।

২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার চারটি ভিত্তি নির্ধারণ করেছেনঃ স্মার্ট নাগরিক, স্মারট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সরকার। এই বার্তাটিই গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটিই করে থাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা জনকূটনীতি (পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি) অনুবিভাগ। স্মার্ট অর্থনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং রপ্তানির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে (মেইড ইন বাংলাদেশ' পলিসি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থনীতি কূটনীতি ও জনকূটনীতি অনুবিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বাণিজ্য প্রসার, অধিকতর বিনিয়োগ আকর্ষণ, নতুন নতুন প্রযুক্তি আমদানি, বিপুল রেমিট্যান্স আয় এবং দেশের অব্যাহত উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিতে সামগ্রিক কূটনীতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর এ লক্ষ্যে সরকার অর্থনৈতিক কূটনীতি ও জনকূটনীতির উপর বেশি জোর দিয়েছে। সময়োচিত করে অর্থনৈতিক কূটনীতি ও জনকূটনীতিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দক্ষ জনবল দিয়ে পরিচালনা করছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক কূটনীতির মূল লক্ষ্য হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ২০৪১ সালের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, প্রবাসীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থনীতিকে আরও গতিময় করা, সর্বোৎকৃষ্ট সেবাদানের মাধ্যমে সবার আস্থা অর্জন করা। এসব লক্ষ্য সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি।

বাংলাদেশের সাফল্যের প্রচার করে উন্নত ভাবমূর্তি অর্জন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতির মূল লক্ষ্য। দেশের ইতিবাচক দিকগুলো বিশ্ববাসীর কাছে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা এবং দেশ বিরোধী নেতিবাচক প্রচার-প্রচারণা বন্ধ করাও জনকূটনীতি অন্যতম কাজ।

দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানির প্রবৃদ্ধিসহ রপ্তানিপণ্যের ডাইভারসিফিকেশন বা বহুমুখীকরণের প্রচারের এ অনুবিভাগ অবদান রাখছে। একই সাথে এর কাজ হচ্ছে সরকারের উন্নয়ন রোড ম্যাপ তথা মিশন-ভিশনসমূহ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা, যাতে বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ইমেজ উন্নত হয়। ২০৪১ সালের উন্নত ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের মিশন-ভিশনকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার কার্যক্রমটিও জনকূটনীতি অনুবিভাগ নিষ্ঠার সাথে করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি গতিশীল ও সমৃদ্ধিময়। অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বিনিয়োগের পর রিটার্ন আসে দ্রুত। অন্যান্য দেশ থেকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রিটার্ন অব ইনভেস্টমেন্ট তুলনামূলক বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। বহির্বিশ্বের কাছে বিনিয়োগের এই বার্তাটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগ মূলধারার গণমাধ্যমসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক পেজ ও টুইটার) এবং পাবলিকেশনের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা করছে। জনকূটনীতি অনুবিভাগ সরকার তথা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাফল্যসমূহ তাৎক্ষনিক সামাজিক যোগাযোগের (ফেসবুক পেজ ও টুইটার) মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে অবহিত করার মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে কাজ করছে।

বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমসমূহে এবং অনলাইন মিডিয়াতে নিয়মিত তথ্যবহুল সংবাদ, প্রবন্ধ, ফিচার, ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধ প্রকাশের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অসত্য ও অপপ্রচারমূলক সংবাদ/প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে এ অনুবিভাগ এ সব প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করে থাকে-যা ঐসব গণমাধ্যমে প্রকাশ বা প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া জনকূটনীতি বিভাগ এর নানাবিধ প্রকাশনার মাধ্যমেও এ কাজটি করছে। বিশেষ করে ফরেন অফিস ব্রিফিং নোটস এবং বাংলাদেশ রাইজিং নামে দুইটি প্রকাশনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ এবং বিদেশস্থ মিশনসমূহের কাছে প্রেরণ করছে।

বাংলাদেশের অর্জন, জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মত্যাগ, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, ন্যায়বিচার ও মানবধিকার অর্জনের জন্য ত্যাগ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগের সুযোগ ও পরিবেশ, উন্নত অবকাঠামো, বিশাল কর্মক্ষম ও দক্ষ যুবসমাজ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সক্ষমতা ইত্যাদি, অর্থাৎ বাংলাদেশকে সম্ভাবনার অর্থনীতি হিসেবে বহির্বিশ্বে জানান দেওয়ার কাজটি দীর্ঘদিন ধরে জনকূটনীতি করে আসছে। বিদেশে বাংলাদেশের সামগ্রিক ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ এবং জাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে সাংস্কৃতিক কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করাও জনকূটনীতি অনুবিভাগের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে জনকূটনীতি অনুবিভাগ মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক বিশেষ কার্যাবলি ও উল্লেখযোগ্য ইস্যু গণমাধ্যমকর্মীদের মাধ্যমে দেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর সামনে তুলে আনতে রুটিনমাফিক সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিং করছে। সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিং মন্ত্রণালয়কে গণমাধ্যমের মাধ্যমে জনগণের নিকটে নিয়ে এসেছে। এই ব্রিফিং এ মন্ত্রণালয়কে আধুনিকতার প্রয়োগের মাধ্যমে অনন্যতা প্রদান করেছে। জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করছে।

যে কোনো দেশে উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম শর্ত হলো স্থিতিশীল রাজনীতি। বিগত দেড়দশকে বাংলাদেশের রাজনীতি স্থিতিশীল রয়েছে। আর এ বিষয়টি বর্হিবিশ্বের কাছে তুলে ধরার কাজটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগ করে আসছে। বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট গণমাধ্যমকর্মী, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ বিশিষ্ট নাগরিকদের বাংলাদেশে আমন্ত্রণের মাধ্যমে 'ভিজিট বাংলাদেশ' কর্মসূচি আয়োজন করে। ২০১০ সালে আরম্ভ হওয়া এ কর্মসূচি নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক বিদেশি গণমাধ্যমকর্মীকে ভিজিট বাংলাদেশ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে নতুন একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এসডিজি সূচকে সবচেয়ে বেশি উন্নতি করা তিন দেশের তালিকায় বাংলাদেশ। গত দেড়দশকে খাতওয়ারি ও সার্বিকভাবে অর্জন অভূতপূর্ব, ধারাবাহিক এবং দেশ-বিদেশ নন্দিত। ডিজিটাল বাংলাদেশের চলমান ধারাকে পরবর্তী ধাপে উন্নীত করতে সরকার ''স্মার্ট বাংলাদেশ'' উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক উন্নত ও স্মার্ট দেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সরকারের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজ করণীয় ক্ষেত্রে আধুনিক জনকূটনীতির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জনকূটনীতি অনুবিভাগ তার বহুমুখী কাজের মাধ্যমে কূটনীতির মত বিশেষায়িত একটি বিষয়কে বিশ্ববাসী ও দেশের জনসাধারণের কাছে এনে সরকারের ২০৪১ সালের উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইতিবাচক জনমত তৈরি করতে কাজ করে যাচ্ছে।

#

লেখক: সিনিয়র সহকারী সচিব, জনকূটনীতি অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

পিআইডি ফিচার